সংবাদ

তারিখ 7 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ৫

ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষে যশোরে এমএম কলেজ বন্ধ ঘোষণা

যশোর অফিস

যশোর সরকারি মাইকেল মধুসূদন (এমএম কলেজ) বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ক্যাম্পাসে গতকাল বুধবার ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগের মধ্যে দিনভর সংঘর্ষ হয়েছে। এতে আহত হয়েছে অন্তত ১৫ জন। এছাড়া ভাঙচুর করা হয়েছে শিবিরের টেন্ডসহ পাঁচটি ছাত্রাবাস ও কোচিং সেন্টার। ক্যাম্পাসসংলগ্ন এসব কোচিং সেন্টার ও ছাত্রাবাসগুলো শিবির নিয়ন্ত্রিত হিসাবে পরিচিত।

এদিকে, শিক্ষক পরিষদ জরুরি সভা ডেকে আগামী ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত সব ক্লাস বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। অধ্যক্ষ প্রফেসর সৈয়দ মাহবুবুর রহমান জানান, এ সময়ে ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারবেন না। তবে অনার্স ২য় বর্ষের পরীক্ষা যথারীতি চলবে। প্রবেশপত্র দেখিয়ে পরীক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে প্রবেশের অনুমতি পাবেন।

সংঘর্ষে আহতদের অধিকাংশই শিবির কর্মী। এদের মধ্যে পাঁচজনকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এরা হলেন অনার্স ২য় বর্ষের ছাত্র ইকবাল, সুমিত, তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ইসহাক খান, নিয়াজ মো. শাহিন ও প্রথম বর্ষের ছাত্র শফিকুল ইসলাম। দুপুরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। এদিন সকালে ক্যাম্পাসে শিবিরের টেন্ড নির্মাণ করার সময় ছাত্রলীগ বাধা দিলে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। তবে ছাত্রলীগ ও শিবির এ ঘটনার জন্য পরস্পরকে অভিযুক্ত করে শহরে মিছিল করেছে।

জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান বিপু দাবি করেছেন, বঙ্গবন্ধু ও প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে শিবির নেতারা কটূক্তি করেন। এর প্রতিবাদে কয়লে সংঘর্ষ : পৃষ্ঠা : ২ ক ৩

সংঘর্ষ : বন্ধ কলেজ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। কলেজ ছাত্রলীগের নেতা আনোয়ার হোসেন বিপুল জানিয়েছেন, জঙ্গিবাদের সহযোগিতার কারণে ক্যাম্পাসে শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে শহর ছাত্রশিবিরের সভাপতি মাহবুবুর রহমান অভিযোগ করেন, ছাত্রলীগ কোন কারণ ছাড়াই তাদের ওপর হামলা চালায়। ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে আড়াল করার জন্যই পরিকল্পিত এ হামলা চালানো হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সংঘর্ষ চলাকালে কলেজ সংলগ্ন বাহরাইন ছাত্রাবাস, সুমতি ছাত্রাবাস, মুন্না ছাত্রাবাস, অহনা ছাত্রাবাস ও শিবির পরিচালিত হিকমা কোচিং সেন্টার ভাঙচুর হয়।